- বর্ষ ২০১৮
- সংখ্যা ০৪
- অক্টোবর- ডিসেম্বর

GHASHFUL

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

প্রকাশনার ১৭ বছর

ঘাসফুলের স্টল পরিদর্শন করেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর মাননীয় মন্ত্রী নুরুল ইসলাম বিএসসি

উন্নয়ন মেলার সমাপনী দিনে পুরস্কার বিতরণ করেন মাননীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ।

উন্নয়নের অভিযাত্রায় অদম্য বাংলাদেশ

জাতীয় উন্নয়ন মেলায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ঘাসফুলের অংশগ্রহণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে গত ৪-৬ অক্টোবর তিন দিনব্যাপী দেশের সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক দেশব্যাপী একযোগে ৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা ২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়। উন্নয়ন মেলার লক্ষ্য ছিল; সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অবহিত করার মাধ্যমে সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করা। এবারের মেলার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "উন্নয়নের অভিযাত্রায় অদম্য বাংলাদেশ"। ০৪ অক্টোবর সকাল

উন্নয়ন মেলার লক্ষ্য ছিল; সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অবহিত করার মাধ্যমে সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করা। এবারের মেলার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "উন্নয়নের অভিযাত্রায় অদম্য বাংলাদেশ"। সরকারের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'ঘাসফুল' প্রতিবারের মতো এবারও জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে চট্টগ্রাম ও নওগা জেলা এবং হাটহাজারী ও নিয়ামতপুর উপজেলায় আয়োজিত মেলায় অংশ নেয়।

১১টায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সারাদেশে জেলা উপজেলা পর্যায়ে একযোগে উন্নয়নমেলার উদ্বোধন করেন। চট্টগ্রাম জেলায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পূর্বে সকাল সাড়ে ৯টায় সার্কিট হাউস থেকে এক বর্ণাঢ্য আনন্দ র‌্যালি বের হয়। র‌্যালিটি নগরীর প্রধান প্রধান সড়ক ঘুরে মেলা প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। সরকারের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'ঘাসফুল' প্রতিবারের মতো এবারও জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে চট্টগ্রাম ও নওগাঁ । বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস) এর মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা

ঘাসফুল ও সাউথ ইস্ট ব্যাংক এর দ্বিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক

গত ২৮ নভেম্বর পিকেএসএফ ভবনে ঘাসফুল মাইক্রোফিন্যান্স এন্ড ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন বিভাগের আর্থিক লেনদেন মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস) এর মাধ্যমে সম্পাদনের লক্ষ্যে ঘাসফুল ও সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিমিটেড এর মধ্যে এক দ্বিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক (MoU) সম্পাদিত হয়। এতে ঘাসফুল এর পক্ষে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী এবং সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিঃ এর পক্ষে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস-প্রেসিডেন্ট সৈয়দ ফয়সাল ওমর স্বাক্ষর করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আবদুল করিম, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের, ড. জসীম উদ্দিন, গোলাম তৌহিদ এবং সাউথ ইস্ট ব্যাংকের এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম. কামাল হোসাইন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনোয়ার উদ্দিন, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম. মঈনুদ্দিন চৌধুরী এবং একেএম নুরুল আলম। এছাড়াও পিকেএসএফ, সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিঃ এবং ঘাসফুলের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

উন্নয়নের অভিযাত্রায় .... ১ম পৃষ্ঠার পর

জেলা এবং হাটহাজারী ও নিয়ামতপুর উপজেলায় আয়োজিত মেলায় অংশ নেয়। তিনদিন ব্যাপী উন্নয়ন মেলায় আকর্ষণীয় ও সুন্দর উপস্থাপনায় চারটি স্টলের মাধ্যমে সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম প্রদর্শন করা হয়। চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন আয়োজিত এম. এ. আজিজ স্টেডিয়ামের আওতাধীন জিমনেশিয়াম সংলগ্ন আউটার স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত উন্নয়ন মেলায় ঘাসফুলের স্টল পরিদর্শন করেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর মাননীয় মন্ত্রী নুরুল ইসলাম বিএসসি, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার মো. আবদুল মান্নান, চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন, পুলিশের রেঞ্জ ডিআইজি খন্দকার গোলাম ফারুক, সিএমপি কমিশনার মো. মাহবুবুর রহমান জেলা পুলিশ সুপার নুরে আলম মিনা প্রমুখ। এসময় তারা সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন। স্টলে আগত অতিথিদের স্বাগত জানান ঘাসফুলের উপ-পরিচালক মফিজুর রহমানসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের

তত্ত্বাবধানে স্টলে আগত দর্শনার্থীদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। মেলার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ঘাসফুল সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করে। একই ভাবে নওগাঁ জেলা প্রশাসন আয়োজিত উন্নয়ন মেলার উদ্বোধনী র‍্যালীতে বিপুল সংখ্যক ঘাসফুলকর্মী অংশগ্রহণ করে এবং মেলায় একটি বর্ণাঢ্য স্টল প্রদর্শন করে। স্টল পরিদর্শন করেন সাংসদ আব্দুল মালেক, মহিলা ও সংসদ বিষয়ক সিনিয়র সচিব শহিদুল ইসলাম, সংসদ বিষয়ক সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ শহিদুল হক, জেলা প্রশাসক মো: মিজানুর রহমান, নওগাঁ পুলিশ সুপার মো: ইকবাল হোসেন প্রমুখ। এছাড়াও অসংখ্য দর্শণার্থী ঘাসফুলের স্টল পরিদর্শন করেন। এ সময় স্টলে আগত অতিথিদের স্বাগত জানান সংস্থার নওগাঁ জোনের সহকারী পরিচালক শামসুল হক, সহকারী ব্যবস্থাপক মাকসুদুল আলম কুতুবী, মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেনসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। উপজেলা পর্যায়ে চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার উন্নয়ন মেলার উদ্বোধনী র‍্যালীতে অংশগ্রহণ এবং একটি আর্কষণীয় স্টল প্রদর্শন করা হয়। স্টল পরিদর্শন করেন মাননীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রুহুল আমিন, হাটহাজারী উপজেলা চেয়ারম্যান মো: মাহবুবুল আলম চৌধুরী, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শেখ আবদুল্লাহ ওয়াহেদ, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ আজহারুল আলম, হাটহাজারী আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা সুজন মাহমুদ, গুমান মর্দ্দন ইউপি চেয়ারম্যান মুজিবর রহমান। মেলার সমাপনী দিনে পুরস্কার বিতরণ করেন মাননীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। মেলায় বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, স্কুল-কলেজের শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীসহ বিপুল সংখ্যক দর্শণার্থী ঘাসফুল স্টল পরিদর্শন করেন। এসময় ঘাসফুল স্টলে স্বাগত জানান সংস্থার সহকারী ব্যবস্থাপক ও হাটহাজারী জোনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নাজিম উদ্দিন, PACE প্রকল্পের সমন্বয়ক বোরহান উদ্দিন এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। অন্যদিকে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত উন্নয়নমেলায় ঘাসফুলের স্টল পরিদর্শন করেন স্থানীয় সাংসদ বাবু সাধন চন্দ্র মজুমদার, মহিলা ও সংসদ বিষয়ক সিনিয়র সচিব শহিদুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আবু সালেহ মোহা: আশরাফুল আলম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) বেগম আফরোজা খাতুন, নিয়ামতপুর ইউপি চেয়ারম্যান মো: এনামুল হক, ইউপি ভাইস চেয়ারম্যান মো: লিয়াকত আলী, মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান মোসা: মনোয়ারা খাতুন, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স ইনচার্জ মোহাম্মদ মোহাতার উদ্দিন মৃধা, মান্দা-নিয়ামতপুর সার্কেল এর পুলিশ সুপার মো: হাফিজুল ইসলাম, নিয়ামতপুর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম, নিয়ামতপুর সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ আনোয়ার হোসেন। এছাড়াও স্কুল কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, এনজিও কর্মীসহ বিপুল সংখ্যক স্থানীয় মানুষ ঘাসফুলের স্টল পরিদর্শন করেন এবং সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত হন। আগত অতিথিগণ ঘাসফুলের বিভিন্ন কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এসময় সংস্থার পক্ষে অতিথিদের স্বাগত জানান ঘাসফুলের সহকারী ব্যবস্থাপক রবি রায় মালাকারসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। স্টলে আগত দর্শণার্থীদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। মেলার স্টল গুলোতে সংস্থার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে

ফেস্টুন, পোস্টার, ঘাসফুল বার্তা, বার্ষিক প্রতিবেদনসহ নানা ধরণের পাবলিকেশন ও ডেমোর মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হয়। এতে উপকারভোগীদের বিভিন্ন ধরনের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী, PACE প্রকল্পের বিষমুক্ত মরিচ-চাষের প্রদর্শনী, বায়ো-গ্যাস, ভার্মি কম্পোস্ট ও ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি চাষাবাদ।

হাটহাজারীতে জাতীয় যুব.... শেষ পৃষ্ঠা পর

সদস্য মোঃ কাইয়ুম, সমাজসেবক মোঃ হানিফ বাদশা, শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ আনিছ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাগণ। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ ওসমান। অন্যদিকে গুমান মর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে সমৃদ্ধি কর্মসূচি এর সমন্বয়কারী মোঃ আরিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধানঅতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গুমান মর্দ্দন ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ মুজিবুর রহমান মুজিব। আলোচনা সভায় অতিথিগণ বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও উন্নয়নে যুবদের ভূমিকা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু আহমদ যুবদের মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলা, আগত যুব নারী-পুরুষদের কবিতা আবৃত্তি ও গান পরিবেশন অনুষ্ঠানের পরিবেশকে আনন্দমুখর করে তুলে। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ইউপি মেম্বার বিন্দু ভূষন বড়ুয়া, মোঃ রোকন উদ্দিন, শাহজাহান চৌধুরী, প্রবীণ ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি এস.এম সরওয়ারদ্দী, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব নুরুল আনোয়ার, রাতুল মুৎসুদ্দি, হাজী মনির আহমদ, ওয়ার্ড যুব কমিটির সদস্য জান্নাতুল ফেরদৌস ও মোঃ নুর উদ্দিন প্রমুখ।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠির উন্নয়ন.... শেষ পৃষ্ঠা পর

উল্লেখ্য এবারের শিশু দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'গড়তে শিশুর ভবিষ্যত, স্কুল হবে নিরাপদ' এবং জাতীয় কন্যাশিশু দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'থাকলে কন্যা সুরক্ষিত, দেশ হবে আলোকিত'। ঘাসফুলের উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ) মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ওয়ার্ড কাউন্সিলর মাজহারুল ইসলাম চৌধুরী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, চট্টগ্রাম এর জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা নারগীস সুলতানা উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সেবক কলোনী উদয়ন যুব সংঘের সভাপতি কার্তিক দাস। 'আমার কথা শোন' শিরোনামের উপর বক্তব্য রাখে শিশু প্রতিনিধি কাসিস দাস। সভাপতির বক্তব্যে মফিজুর রহমান বলেন, পরাণ রহমান যেভাবে সেবক কলোনীর মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন, আগামীতেও ঘাসফুল এদের পাশে থাকবে। অনুষ্ঠানে সেবক কলোনীর সর্দার ও মহল্লা কমিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং ঘাসফুলের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া গত তিন মাসে ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতি ছিল ৯৭%। রুটিন অনুযায়ী নিয়মিত গান, নাচ, ছবি আঁকা, সচেতনতামূলক ক্লাস, অভিভাবক সভার আয়োজন এবং সরকারি স্কুলে ভর্তি করা শিক্ষার্থীদের ফলোআপ করা হয়। অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী চট্টগ্রাম এ অনুষ্ঠিত নাচের প্রতিযোগীতায় ৩ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

ঘাসফুল সাধারন পরিষদ সদস্য

ডাঃ মোঃ মাহতাব উদ্দিন হাসান এর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ

ঘাসফুল সাধারন পরিষদ সদস্য, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের মেডিসিন বিভাগের সাবেক বিভাগীয় প্রধান, মেরিন সিটি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ডাঃ মোঃ মাহতাব উদ্দিন হাসান গত ১২ নভেম্বর বেলা ২:০০টায় ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে... রাজিউন! তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীর ভাবে শোকাহত। সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে মরহুমের পরিবারবর্গের প্রতি ঘাসফুল এর পক্ষ থেকে গভীর সমবেদনা জানান এবং মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। উল্লেখ্য স্বনামধন্য চিকিৎসক ডাঃ মোঃ মাহতাব উদ্দিন হাসান বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল এর সাধারন পরিষদ সদস্য হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন।

বীরকন্যা মুক্তিযোদ্ধা

আফিয়া খাতুন খঞ্জনীকে হুইল চেয়ার প্রদান

ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত শামসুন্নাহার রহমান পরাণের উদ্যোগে মুক্তিযোদ্ধো হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কুমিল্লার বীরকন্যা মুক্তিযোদ্ধা আফিয়া খাতুন ওরফে খঞ্জনী বেগম সম্প্রতি বার্ধক্যজনিত কারণে স্বাভাবিক চলাফেরায় অক্ষম হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় ঘাসফুল প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এ বীরকন্যার জন্য একটি হুইলচেয়ার বরাদ্দ করেন। গত ৭ অক্টোবর রবিবার সংস্থার পক্ষে প্রতিনিধির মাধ্যমে কুমিল্লাস্থ খঞ্জনীর বাসায় এ চেয়ার হস্তান্তর করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন ২নং কুসিক কাউন্সিলর মাসুদুর রহমান মাসুদ, সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর নাদিয়া নাসরিন, ঘাসফুল কুমিল্লা জোনের সহকারী ব্যবস্থাপক মো: আবদুল গফুর এবং শাখা ব্যবস্থাপক মো: আরিফ হোসাইন প্রমুখ। এছাড়াও গত ২৫ ডিসেম্বর নারীপক্ষ হতে দেয়া একটি কম্বলও হস্তান্তর করা হয়।

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস.... শেষ পৃষ্ঠা পর

বক্তব্য রাখেন প্রবীণ ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সাধারন সম্পাদক মাস্টার মোঃ শফিউল আলম, প্রবীণ ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সাবেক সভাপতি হাজী মনির আহম্মদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার নুরুল হুদা গুমান মর্দ্দন ইউপি সচিব মোঃ আবু তৈয়ব, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এহসানুল হক, আবুল বশর চৌধুরী ও ভাতা প্রাপ্ত নারী ডলি দাশ প্রমুখ।

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

গত ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় মনোমুগ্ধকর কুচকাওয়াজ। এতে অংশগ্রহণ করে ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের শিক্ষার্থীরা। কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন বিভাগীয় কমিশনার আবদুল মান্নান। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোঃ ইলিয়াস হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আই.সি.টি) হাবিবুর রহমান। কুচকাওয়াজ শেষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আই.সি.টি) হাবিবুর রহমান নিকট হতে ক্রেস্ট গ্রহণ করেন অধ্যক্ষ হোমায়রা কবির চৌধুরী ও জান্নাতুল মাওয়া।

ঘাসফুল ইএসপি স্কুলে মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

ঘাসফুল ইএসপি স্কুলের উদ্যোগে কোলাগাঁও এরিয়া অফিস প্রাঙ্গণে গত ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপিত হয়। বিজয় দিবস উপলক্ষে ইএসপি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে নাচ, গান কবিতা আবৃত্তি, ছবি আকাঁর প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় ইএসপির ১০টি স্কুলের ২৭জন ছাত্রছাত্রী ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইএসপির প্রোগ্রাম অর্গানাইজার কামরুন নাহার, মোঃ আলী ও ইএসপি স্কুলের শিক্ষিকাবৃন্দ।

বিশ্ব এইডস দিবস' ২০১৮

'এইচআইভি পরিক্ষা করুন, নিজেকে জানুন' এই প্রতিপাদ্য নিয়ে চট্টগ্রাম সিভিল সার্জন কার্যালয় এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সমূহের যৌথ উদ্যোগে ১লা ডিসেম্বর চট্টগ্রামে পালিত হলো বিশ্ব এইডস দিবস। বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে সকাল ৯টায় চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় প্রেস ক্লাব থেকে বর্ণাঢ্য র‌্যালি শুরু হয়ে নগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে তা সিভিল সার্জন কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। র‌্যালি শেষে সিভিল সার্জন কার্যালয়ে চট্টগ্রাম জেলার সিভিল সার্জন ডা: মো: আজিজুর রহমান সিদ্দিকী এর সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থাসহ ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করে।

আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ২০১৮

"সাম্য ও অভিন্ন যাত্রায় প্রতিবন্ধী মানুষের ক্ষমতায়ন" এই প্রতিপাদ্য নিয়ে গত ৩ ডিসেম্বর পালন করা হয় ২৭তম আন্তর্জাতিক ও ২০তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস। এ উপলক্ষে বিভাগীয় ও জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সমূহের সমন্বয়ে আয়োজিত বর্ণাঢ্য র‌্যালী নগরীর প্রবর্ত্তক মোড় হতে শুরু হয়ে জেলা শিশু একাডেমী প্রাঙ্গণে শেষ হয়। র‌্যালী শেষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ হাবিবুর রহমান। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত র‌্যালী ও আলোচনাসভায় অংশ করে।

প্রতিবন্ধী শিশু .... ৫ম পৃঃ পর

জানা যায় শিশুটির চিকিৎসা সহায়তায় অনুদানের খবর পেয়ে তাদের ছেড়ে যাওয়া বাবা মোজাহের ঘরে ফিরে আসেন এবং সহায়তার নগদ অর্থ তার হাতে তুলে দেয়ার অনুরোধ করেন। অন্য দিকে শিশুটির মা'ও একই সাথে চিকিৎসা সহায়তার নগদ অর্থ দাবি করলে ঘাসফুল শিশুটির যথার্থ চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য একটি উদ্যোগ হাতে নেয়। প্রথমে মেখল ইউনিয়নে বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র সমন্বয়কারী মোঃ নাছির এবং শিশুটির মা বিলকিছ আক্তারের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত একটি ব্যাংক হিসাব খুলে সেখানে সহায়তার টাকা গুলো জমা করা হয়। তারপর সংস্থার উদ্যোগে চট্টগ্রাম মা ও শিশু জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত অটিজম ও শিশু বিকাশ কেন্দ্রে শিশুটিকে এনে সেখানে নিয়মিত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। কার্যক্রম প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণে দেখা যায় প্রয়োজন

অনুযায়ী ব্যাংক হিসাব থেকে শিশুটির চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহে যৌথ স্বাক্ষরে টাকা উত্তোলন করে যথাযথ প্রক্রিয়ায় হিসাব সংরক্ষণ এবং চিকিৎসা কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ঘাসফুলের এ ধরণের উদ্যোগের ফলে শিশুটির সু-চিকিৎসা

অবজ্ঞা আর হেয় প্রতিপন্ন নয়, মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে এসকল বিশেষ শিশুর মা-বাবাদের সমাজে "সুপার প্যারেন্টস" হিসেবে তাদের প্রাপ্য সম্মান প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি অনুদানের টাকা গুলো অপব্যবহারের হাত থেকে রক্ষা পায়। বর্তমানে বিশিষ্ট শিশু অটিজম বিশেষজ্ঞ ডাঃ আরজু চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের অটিজম ও শিশু বিকাশ কেন্দ্রে শিশুটির চিকিৎসা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সম্প্রতি এ প্রতিবেদকের সাথে সাক্ষাতকারে ডাঃ আরজু বলেন, হরমোনের অভাব জনিত রোগটি যতই কম বয়সে নির্ণয় করা সম্ভব হয় ততই মঙ্গল। এক্ষেত্রে নবজাতকের এক থেকে দেড় বছর বয়সের মধ্যে যদি নির্ণয় করা সম্ভব হয় তাহলে রোগটি সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য, অন্যথায় আজীবন হরমোনের ঔষধ সেবন করতে হয়। তিনি আরো বলেন, হাটহাজারী উপজেলার রিজিয়া সুলতানা নামের কন্যাশিশুটি আমাদের কাছে প্রথম আসে গত বছর আগস্ট মাসে, যখন তার বয়স ছিল পাঁচ। ইতোমধ্যে শিশুটির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে। শিশুটি আগে বসতে পারতোনা, দাঁড়াতে পারতোনা, হাঁটতে পারতোনা। তিনি আমাদের সামনেই শিশুটির সাথে কথা বলে, হাঁটিয়ে সরাসরি প্রত্যক্ষ করালেন চিকিৎসার অগ্রগতি। প্রতিবন্ধী শিশু রিজিয়া সুলতানার চিকিৎসা সংক্রান্ত অগ্রগতি দেখতে ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী এর নির্দেশে একটি পর্যবেক্ষক দল হাটহাজারী মেখল ইউনিয়নে শিশুটির বাড়িতে যায়। বাড়িতে গিয়ে দেখা যায় ক্ষুদ্র কুঁড়েঘরে তাদের বসবাস। শিশুর মা বিলকিছ আক্তার নাম ধরে ডাক দিলে মেয়েটি জবাব দিয়ে ছুটে আসে। তারপর মা জানান, পাঁচ মাস আগেও ডাক দিলে সায় দিতো না। প্রতিবেশী লায়লা বেগম বলেন, মেয়েটি জন্মের পর থেকে অন্যরকম, মাটিতে শুয়ে থাকতো, বুক দিয়ে নড়াচড়া করার চেষ্টা করলেও নড়তে পারতোনা। এখন মেয়েটা হাঁটে, হাসে, অল্প অল্প কথাও বলতে পারে। আমাদের সামনেই ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র সমন্বয়কারী মোঃ নাছির উদ্দিনের কোলে বসে বাচ্চাটি কথা বলছে, নানা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে- যা একসময় অকল্পনীয় ছিল বলে তিনি জানান। শিশুটির চিকিৎসা মূলত: থাইরক্স নামের একটি ঔষধ-যা তাকে সারা জীবন সেবন করতে হবে। এছাড়াও রয়েছে নিয়মিত ব্যায়াম এবং বিভিন্ন রকম থেরাপি। শিশুটির চিকিৎসায় প্রথম পর্যায়ে ছিল বসার ব্যায়াম, তারপর দাঁড়ানোর ব্যায়াম, হাঁটার ব্যায়াম এবং সর্বশেষ দৌড়ানোর ব্যায়াম। বর্তমানে শিশুটির জন্য চলছে দৌড়ানোর ব্যায়াম। গত এক বছরের চিকিৎসা পত্র পর্যবেক্ষণে তাকে দেয়া এরকম বিভিন্ন ধরণের শারিরীক কসরতের বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন: ওখানে বলা হয়েছে দুই'পা জোড় করে নিচু জায়গা থেকে লাফ দেয়া, শিশুটিকে সব কাজ কথা বলে করানো, এক পায়ে দাঁড়ানো, কোমর তোলা, উঠা-বসা করা, টয়লেট ট্রেনিং, সিঁড়ি থেকে নামা, বাচ্চাকে অবজেক্ট সম্পর্কে, বইয়ের ছবি সম্পর্কে, দৈনন্দিন কাজ সম্পর্কে ধারণা দেয়া, ছোট ছোট ছড়া শুনানো, ছোট ছোট জিনিসের মাধ্যমে আদান প্রদান শেখানো ইত্যাদি। অটিজম বিশেষজ্ঞ ডাঃ আরজু বলেন, আমাদের টিমে প্রশিক্ষিত শিশু বিশেষজ্ঞদের শারিরীক চিকিৎসার পাশাপাশি, স্পিস থেরাপিস্ট, চাইল্ড সাইক্লোজিষ্ট, লো-ভিশন থেরাপিষ্ট, ডেভেলপমেন্টাল থেরাপিষ্ট, অকুপেশনাল থেরাপিষ্ট, অপটোমেট্রিস্ট এবং পুষ্টিবিদের সমন্বয়ে একসাথে কাজ করে থাকে। হাসপাতালের জনবলের তালিকায় দেখা যায়; অটিজম ও শিশু বিকাশ কেন্দ্রে কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকায় রয়েছে একজন পুর্ণাঙ্গ অধ্যাপক, একজন সহকারি অধ্যাপক, একজন রেজিষ্টার ও একজন সহকারি রেজিষ্টার, তিনজন মেডিকেল অফিসার এবং থেরাপিষ্ট, পুষ্টিবিদ ও সাইক্লোজিষ্টসহ ১৪ জন সহযোগী কর্মকর্তা। ডাঃ আরজু জানান সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় চট্টগ্রামে আমরা অটিজম প্রতিরোধে কাজ করছি। জনাব আরজু স্বপ্ন দেখেন মা ও শিশু হাসপাতালের এ প্রচেষ্টার মতো সারাদেশে কিছু নিবেদিত পেশাদার লোকজন বা সংগঠন উদ্বুদ্ধ হবে। তিনি আশা করেন গ্রামে-গঞ্জে, প্রত্যন্ত অঞ্চলে দরিদ্র মানুষের ঘরে হাসি ফোটানোর কাজটি দায়িত্ব নিতে কেউ কেউ না এগিয়ে আসবেন। তিনি বিশ্বাস করেন প্রতিটি পরিবারে অমূল্য হাসি ও সুখ এনে দিতে পারে একটি সুস্থ, স্বাভাবিক নবজাতক। বাংলাদেশে এ সকল বিশেষ শিশুদের চিকিৎসা, শিক্ষা এবং পরিচর্চায় বর্তমান অবস্থা নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে ডাঃ আরজু বলেন, দেশে অটিজম নিয়ে কাজ করবে এধরণের পেশাদার জনবলের সংখ্যা অত্যন্ত অপ্রতুল। যদিও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সুযোগ্য কন্যা সায়েমা ওয়াজেদ পুতুল এর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এ সেক্টরে একটি জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে, যা সত্যিই প্রশংসার দাবীদার। আলাপকালে তিনি জানান, ঘাসফুল যদি উদ্যোগ নেয় তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত এনজিও কর্মীদের প্রশিক্ষিত করতে আগ্রহী। যাতে তারা তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিটি বাড়িতে নবজাতকদের মধ্যে অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের চিহ্নিত করতে পারে, সঠিক চিকিৎসা/পরামর্শ দিতে পারে, ক্ষেত্র বিশেষ বিভিন্ন থেরাপি দিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা অব্যাহত রাখতে পারে। তিনি সমাজসেবা অধিদপ্তরসহ সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানকে আরো কার্যকর ভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের অটিজম ও শিশু বিকাশ ইনষ্টিটিউট এর রেজিষ্টার ডাঃ মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, রিজিয়া সুলতানা শিশুটির দেরীতে রোগ নির্ণয় হওয়ায় সারাজীবন থাইরক্স ঔষধ সেবন করতে হবে। শিশুটির পর্যাপ্ত পরিচর্চা, নানা রকম ব্যায়াম ও থেরাপি অব্যাহত রাখতে হবে। হাসপাতালের চিকিৎসার পাশাপাশি শিশুটি যদি নিজঘরে ও আশপাশের প্রতিবেশীদের একটু সহযোগিতা পায় তাহলে খুব সহসা সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। তিনি জানান এধরণের সমস্যাগ্রস্ত শিশুদের জন্মের ছয় মাসের মধ্যে চিহ্নিত করতে প্রয়োজন ব্যাপক জনসচেতনতা-যা মাঠ পর্যায়ে কর্মরত এনজিও কর্মীদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন সম্ভব। আমরা জানি দেশের বিশেষ

বিশেষ শিশু'র মা-বাবাদের প্রতি সামাজিক করুণা নয় বরং তাদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করতে হবে।

শিশুদের চিকিৎসা, শিক্ষা ও পরিচর্চায় বিশেষ মা, শিক্ষক এবং চিকিৎসক প্রয়োজন। সমাজে, পরিবারে এবং রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে ও প্রতিটি স্তরে দায়িত্বশীলদের এসব বিশেষ শিশু সম্পর্কে বিশেষজ্ঞান বা অভিজ্ঞতাও জরুরী। সুতরাং আমাদের দেশে বিশেষ শিশুদের উপযোগী পরিবার, সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক কর্মযজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। মূলত: প্রতিটি শিশু সব দক্ষতা নিয়ে জন্মায় না। আশ-পাশের মানুষ, আবহাওয়া, প্রকৃতি তাকে শেখায়। শিখতে শিখতে তার দক্ষতা বেড়ে যায়। এধরণের অর্জিত দক্ষতা তার বিকাশ ঘটায়। তাদের দেহের সাথে মানসিক বিকাশ ধাপে ধাপে সংগঠিত হয়। যেমন একটি শিশুর ৩ মাস বয়স পর্যন্ত পরিচিত শব্দে পিতা মাতার ভাষা বুঝে এবং কান্নার মাধ্যমে তার সমস্যা বুঝানোর চেষ্টা করে। এক সময় ধীরে ধীরে ছোট ছোট শব্দ দিয়ে শুরু করে পুরো বাক্য বলা শেখে। ভাষা শেখার মাধ্যমে তারা অন্যান্য বিকাশ, বুদ্ধিবৃত্তীয়, সামাজিক, আবেগীয় ও শারীরিক প্রভৃতি সব ধরণের বিকাশই ধাপে ধাপে একটি নিয়মের মাধ্যমে ঘটে। সাধারণত সমাজে লক্ষ্য করা যায়, অটিজমে আক্রান্ত কিংবা প্রতিবন্ধী শিশুদের মা-বাবারা এক কঠিন সময় পার করে থাকে। পারিবারিক, সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানসহ শিক্ষাঙ্গন ও চলাফেরায় রাস্তাঘাটে তারা বিভিন্নভাবে বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকেন। এ জন্য মা-বাবারা প্রথম দিকে তাদের বাচ্চা অটিজমে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন-যা শিশুটির যথাসময়ে সঠিক চিকিৎসাসেবা প্রদানে বড় ধরণের ক্ষতি হয়ে যায়। শহরাঞ্চলে মা-বাবারা কিছুটা সচেতন হলেও দেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মা-বাবারা এখনো এবিষয়ে সচেতন নয়। সুতরাং অটিজম বিষয়ে শহর ও গ্রাম উভয়ক্ষেত্রে জনসচেতনতা তৈরি অত্যন্ত জরুরী। অটিজমে আক্রান্ত শিশুর মা-বাবারা যাতে সমাজে কোন ভাবেই হেয় প্রতিপন্ন না হয় বরং তাদের প্রতি যাতে সকলের শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয় এসকল বিষয়গুলো বোধগম্য করে সাধারনভাবে সাধারন মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। অবজ্ঞা আর হেয় প্রতিপন্ন নয় মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে এসকল বিশেষ শিশু'র মা-বাবাদের সমাজে "সুপার প্যারেন্টস" হিসেবে তাদের প্রাপ্য সম্মান প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মানবিক সমাজে এসকল বিশেষ শিশুদের জন্য রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা সংরক্ষণের মাধ্যমে তাদের মেধা বিকাশের পথ সুগম করতে হবে। বিশেষ শিশু'র মা-বাবাদের প্রতি সামাজিক করুণা নয় বরং তাদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করতে হবে। ঘাসফুল মনে করে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও মানুষের প্রতি মমত্ব নিয়ে সমাজের এসব বিশেষ শিশুদের উন্নয়নে সকল উন্নয়ন সংস্থা, ক্লাব, পেশাদারি সংগঠন, সুশীল সমাজ, স্থানিয় সরকার, সরকারি বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, দপ্তর গুলো সমন্বিতভাবে একযোগে কর্মকান্ড পরিচালনা করলে এদের রাষ্ট্রিয় সম্পদ হিসেবে তৈরি করা সম্ভব।

সম্পাদকীয় — প্রবীণের যুক্তি আর নবীনের শক্তি - দুইয়ে মিলে সমাজের মুক্তি

নবীণ আর প্রবীণের সমন্বয়ে দাঁড়ায় একটি প্রকৃত সমাজ ব্যবস্থা। বাংলাদেশে আবহমানকাল ধরে যে সমাজব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে সেখানে প্রবীণদের ভূমিকা অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং সম্মানজনক। আমাদের সমাজে সাধারণত প্রবীণেরা তাদের তৃতীয় প্রজন্ম গঠনে উল্লেখযোগ্যভাবে ভূমিকা রেখে আসছিলেন। এতে করে তৃতীয় প্রজন্মের সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধসহ নিরাপদ ও আনন্দময় শৈশব নিয়ে বেড়ে উঠার পাশাপাশি তাদের দ্বিতীয় প্রজন্মের নির্বিঘ্নে আয়-রোজগার ও ক্যারিয়ার গঠন হয় অত্যন্ত সহজ ও মসৃণ। গত দুই দশক ধরে প্রযুক্তি নির্ভর নানামুখি উন্নয়ন কর্মকান্ডের ফলে বৈশ্বিক পরিবর্তনের পাশাপাশি ভাঙন ধরেছে আমাদের সেই প্রাচীণ সমাজ ব্যবস্থায়। পরিবার থেকে দূর দূরান্তে কর্মস্থল, মানুষের মধ্যে অতিমাত্রায় যান্ত্রিকতার প্রভাব, সহনশীলতার অভাব, মূল্যবোধের অবক্ষয়সহ নানাবিধ কারণে মানুষ এখন যৌথ পরিবার ভেঙে ক্রমশ একক পরিবারে আগ্রহী হয়ে উঠছে। যার ফলে সমাজের প্রবীণ জনগোষ্ঠি যেমন অবহেলা ও অনিশ্চয়তার শিকার হচ্ছে তেমনি অনিরাপদ এবং নানারকম আশংকাজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে শিশু কিশোর। এ দুই প্রান্তের দুই জনগোষ্ঠির সমস্যাগুলো ভিন্ন ভিন্ন হলেও সৃষ্ট সংকট গুলো পারস্পারিক সম্পর্কিত। এজন্য দেখা যায় দেশে বাচ্চাদের ডে-কেয়ার এর পাশাপাশি পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বৃদ্ধাশ্রম। এধরণের সামাজিক বিষয়ের কথা ভেবে বোধহয় প্রিয় নবী বলেছিলেন, 'যারা ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না তারা আমার দলের অর্ন্তভুক্ত নয়'। এক সময় বাংলাদেশের উন্নয়ন সেক্টরে প্রবীণদের নিয়ে আলাদা কোন কার্যক্রম দেখা যেতো না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষে বিশ্বব্যাপী প্রবীণ জনসংখ্যা দ্রুত হারে বাড়ছে। প্রবীণদের শুধু পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা নয় ভিন্নধরণের নতুন নতুন শারীরিক সমস্যারও মুখোমুখি হতে হয় প্রতিনিয়ত। আমাদের দৃষ্টির সামনে বিশেষ করে সমাজের অস্বচ্ছল ও প্রতিবন্ধী প্রবীণেরা অসহায় অবস্থায় দিনাতিপাত করে-যা সভ্যযুগে কোনভাবেই কাম্য নয়। প্রবীণদের শারীরিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ উদ্যোগ প্রয়োজন। বার্ধক্যের ভিন্নতর শারীরিক সমস্যাগুলো মোকাবেলায় বাংলাদেশে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত চিকিৎসক নেই। শিশুদের চিকিৎসায় যেমন বিশেষ প্রশিক্ষণ ও মানসিকতা সম্পন্ন চিকিৎসক প্রয়োজন তেমনি প্রবীণদের বার্ধক্যজনিত রোগের চিকিৎসায়ও প্রশিক্ষিত ও সহনশীল চিকিৎসক প্রয়োজন হয়। সুতরাং প্রবীণদের কল্যাণে জরুরী ভিত্তিতে পর্যাপ্ত সংখ্যক চিকিৎসক, নার্স, পুষ্টিবিদ, ডেন্টাল সার্জন, থেরাপিস্ট, মনোবিজ্ঞানী, সমাজকর্মী, আইনজ্ঞ ইত্যাদি পেশাজীবী তৈরির বলিষ্ঠ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আরো একটি জরুরি বিষয় হলো কর্মক্ষম প্রবীণেরা যখন কর্মহীন হয়ে পড়ে তারা দ্রুত অসুস্থ হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতানুযায়ী কাজের সাথে সম্পৃক্ত করার বিষয়টিও আমাদের বিবেচনায় রাখা উচিত। প্রবীণদের কল্যাণে অবসরে যাওয়া দেশের সুদক্ষ মানবসম্পদকে দেশের বিভিন্ন গঠনমূলক কর্মকান্ডে জড়িত হওয়ার সুযোগ দেওয়ার কথা কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করতে পারে। যদি অবসর নেয়া প্রবীণদের এলাকা ভিত্তিক গ্রুপ গঠন করে তাদের স্ব-স্ব যোগ্যতাভিত্তিক তৃতীয় প্রজন্মের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তাসহ নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্ম-উপযোগি করে দায়িত্ব দেয়া যায় তাহলে তারা পরিবারে নিজেদের সম্মানবোধ বজায় রাখার পাশাপশি সমাজ উন্নয়নেও ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান প্রবীণ জনগোষ্ঠী সংশ্লিষ্ট সমস্যা মোকাবেলার ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে বার্ধক্য বিষয়ে ব্যক্তি, পরিবার এবং সংগঠনের অবগতি, সচেতনতা, সক্রিয়তা, আগ্রহ এবং উদ্যোগের ঘাটতি এবং অনীহা। বর্তমান সরকার যথেষ্ট প্রবীণবান্ধব হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে আমরা জনসংখ্যার কারণে এসব বিষয়ে বেশ পিছিয়ে আছি। সুতরাং প্রবীণদের নানা ধরণের সমস্যা মোকাবেলায় সরকারি উদ্যোগের অংশীদার হয়ে বিশিষ্ট নাগরিক এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনদের আরো ব্যাপকভাবে এগিয়ে আসতে হবে। নাগরিকদের সক্রিয় সমর্থন ও অংশিদারিত্বের মাধ্যমে দেশে বার্ধক্যবীমা, সার্বজনীন নাগরিক পেনশন ব্যবস্থা ইত্যাদির প্রচলন করা সবচেয়ে জরুরি। জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩ অনুযায়ী বাংলাদেশে ৬০ বা তদুর্ধ বয়সীরা হচ্ছেন প্রবীণ। মহামান্য রাষ্ট্রপতি এসকল প্রবীণদের 'সিনিয়র সিটিজেন' ঘোষণা করেছেন। বর্তমান সরকার ভিশন ২০২১ কর্মপরিকল্পনায় প্রবীণদের সার্বিক কল্যাণ সাধনে নানামূখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। আগামীতে প্রবীণদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা বাস্তবায়ন এবং প্রবীণ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রবীণদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য পিতামাতার ভরণ-পোষণ আইন ২০১৩ প্রণয়নসহ বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির মাধ্যমে উপকারভোগীর সংখ্যা, ভাতার হার এবং পরিমাণ যথেষ্টভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত সকল দেশের ন্যায় বাংলাদেশে যথাযথ গুরুত্ব ও মর্যাদায় আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ২০১৮ পালিত হয়। এবারের প্রতিপাদ্য মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রবীণদের স্মরণ পরম শ্রদ্ধায়'-এর সাথে মিল রেখে বলা যায় যে, বিশ্ব মানবাধিকার অর্জনে প্রবীণদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। একথা মনে রাখা জরুরী যে, প্রবীণদের জন্য পরিবার ও সমাজে যথাযথ মর্যাদা, শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে তাদের জীবন যাপন নিরাপদ ও নিশ্চিত করা সম্ভব হলে আমাদের শিশু কিশোরদের জীবনও নিরাপদ ও নৈতিকতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। নবীন ও প্রবীণের সমন্বয়ে গড়ে উঠবে একটি নিরাপদ সুখি সমৃদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা। এটি প্রবীণদের প্রতি আবেগ-অনুকম্পা অথবা দয়া-দাক্ষিণ্য নয়, এটি তাদের অধিকার আর প্রাপ্য সম্মান।

ঘাসফুল এর উদ্যোগে

সুস্থতার পথে প্রতিবন্ধী শিশু রিজিয়া সুলতানা

প্রতিবন্ধী শিশু রিজিয়া সুলতানা। শিশুটির বর্তমান বয়স ছয়। জন্মের প্রায় দুই বছর পরে মা বুঝতে পারে সন্তানের কোথাও সমস্যা হচ্ছে। রিজিয়ার মা বিলকিছ আক্তার অভাব অনটনে সংসার চালায়। স্বামী অন্যত্র বিয়ে করাতে সংসারের খরচ পাওয়া যায় না। প্রতিবেশীদের বাড়িতে কাজ করে তিনি চার সন্তানের সংসার চালান। সন্তানের প্রতি নজর দেয়ার সুযোগ কম। তবুও তিনি তার তৃতীয় সন্তানটির আচরণ এবং শারীরিক সমস্যাগুলো দেখে স্থানীয় এক ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে জানতে পারে শিশুটির হরমোন জনিত সমস্যা রয়েছে। অভাবের সংসারের তিনি হতাশা নিয়ে সন্তানের চিকিৎসা কিংবা সুস্থতার আশা ছেড়ে দেন। এদিকে দিন দিন বাড়তে থাকে স্বামীর অসহযোগিতা। বিলকিছ আক্তারের বাড়ি চট্টগ্রাম হাটহাজারী উপজেলার উত্তর মেখল ছমদ আলীর বাড়ি। তার স্বামীর নাম মোঃ মোজাহের। মেখল ইউনিয়নে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়ন করছে 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচি। একদিন সমৃদ্ধি কর্মসূচির এক অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধী শিশুটির মা বিলকিছ আক্তারের সুযোগের দরজা খুলে যায়। ১৯ আগস্ট ২০১৭ মেখল ইউনিয়নে কর্মরত সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র স্টাফদের মতবিনিময় সভা এবং ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন পিকেএসএফ এর অন্য একটি প্রকল্প PACE এর বৃক্ষরোপন উদ্বোধনী

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফজলুল কাদের। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে প্রতিবন্ধী শিশুটির মা তার সন্তানের চিকিৎসার্থে সাহায্য প্রার্থনা করেন। সদাশয় ফজলুল কাদের মহোদয় মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নেন এবং ঘাসফুল কর্মকর্তাদের যথাযথ প্রক্রিয়ায় পিকেএসএফ বরাবরে আবেদনপত্র প্রেরণের পরামর্শ প্রদান করেন। বিলকিছ আক্তার নিরাশার সমুদ্রে যেন হঠাৎ কুল দেখতে পেলেন। পরবর্তী ২৮ আগস্ট তিনি সন্তানের চিকিৎসা সহায়তার জন্য ঘাসফুল বরাবরে আবেদন করলে সংস্থার প্রধান আফতাবুর রহমান জাফরীও বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ২৯ আগস্ট যথাযথ প্রক্রিয়ায় পিকেএসএফ বরাবরে আবেদন করেন। পিকেএসএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সাবেক মুখ্যসচিব মোঃ আবদুল করিম মহোদয় বিষয়টি জানতে পেরে আন্তরিকতার সাথে খোঁজ খবর শুরু করেন এবং দ্রুততম সময়ে চিকিৎসা শুরু করার নির্দেশনা প্রদান করেন। ইতোমধ্যে ঘাসফুল শিশুটিকে চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের অধীনে পরিচালিত অটিজম ও শিশু বিকাশ কেন্দ্রে প্রেরণ করলে সেখানকার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক প্রফেসর ডাঃ মাহমুদ এ চৌধুরী আরজু জানান, বাচ্চাটি Congenital Hypothyroidism & Development Delay সমস্যায় ভুগছে। চট্টগ্রাম মা ও শিশু জেনারেল হাসপাতালে শিশুটির রোগ নির্ণয় ও দ্রুত চিকিৎসা সেবা শুরু করার ক্ষেত্রে হাসপাতাল নির্বাহী পরিষদের সহ-সভাপতি এস. এম. মোরশেদ হোসাইন তার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। এদিকে ৭ নভেম্বর ফাউন্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জসীম উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক পত্রের মাধ্যমে পিকেএসএফ বরাবরে প্রেরিত শিশুটির চিকিৎসা সহায়তার আবেদনপত্রটি ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কর্তৃক অনুমোদনের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। এবং ০৮ নভেম্বর হাটহাজারী উপজেলা মিলনায়তনে চট্টগ্রাম অঞ্চলে কর্মরত উন্নয়ন সংস্থা সমূহের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এক সভায় শিশুটির চিকিৎসা সহায়তার জন্য তার মা বিলকিছ আক্তারের হাতে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকার চেক তুলে দেন বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মুখ্যসচিব ও পিকেএসএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আবদুল করিম। বাকী অংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন

এক নজরে সমৃদ্ধি কর্মসূচি

বিবরন	তিন মাসের অর্জন		ক্রমপুঞ্জিভূত	
	মেখল	গুমান মর্দ্দন	মেখল	গুমান মর্দ্দন
স্বাস্থ্য কার্ড বিক্রি	২৯৯	১৪০	৬৩৪৫	১০৯০
স্ট্যাটিক ক্লিনিকের সংখ্যা	৮৮	৪৫	১৬০২	৬৬৫
স্ট্যাটিক ক্লিনিক রোগীর সংখ্যা	১২০৩	৫০৩	২২১৭৩	৬৫০৩
স্যাটেলাইট ক্লিনিক	২৪	১২	৪১৩	১৭৪
স্যাটেলাইট ক্লিনিক রোগীর সংখ্যা	৭৯২	৩৫১	১২৬৩৭	৪৫৫৭
অফিস স্যাটেলাইট	১১	-	১৩৩	-
অফিস স্যাটেলাইট রোগীর সংখ্যা	৩৯৬	-	৩৯৩০	-
স্বাস্থ্য ক্যাম্প	২	২	২৯	১৬
স্বাস্থ্য ক্যাম্প রোগীর সংখ্যা	৪৪৮	৪৪০	১৪৪৩১	৫৭৬৬
চক্ষু ক্যাম্প	১	-	১৭	৫
চক্ষু ক্যাম্প রোগীর সংখ্যা	১৬৭	-	৩৫৩১	১১২৭
চোখের ছানি অপারেশন	-	৩	২০০	৫১
চশমা বিতরণ	-	-	২৯৭	৯১
ডায়াবেটিক পরীক্ষা	৫৭৮	১৪৮	১৩৪৯৪	২২৬১
স্বাস্থ্য সচেতনতা সভা	১৯২	৭২	৪৭৮৬	১১৩০
কৃমিনাশক ঔষধ অ্যালবেনডাজল ট্যাবলেট	৮৫৯	১৫৫০	১০২৫৪৯	২০১৬০
ক্যাপসুল আয়রন,ফলিক এসিড ও জিংক	৪৩১০	২৬০৫	৫৭০৩৫	২৪১৬০
পুষ্টি কণা	১৩২৫	৭০৫	২১৬৩৪	৯০৬৫
ক্যালসিয়াম (মীরাকল)	৪৩২০	২৪৬৫	১৪৫৭০	৫৮৩০
স্যানিটারী ল্যাট্রিন	-	-	৫১	২৯
পাবলিক টয়লেট কমপ্লেক্স	-	-	৩	-
শতভাগ স্যানিটেশন কার্যক্রম	-	-	৪৪৫	৩০০
গভীর নলকূপ স্থাপন	-	১	১৮	১
অগভীর নলকূপ স্থাপন	-	-	২৯	২৫
দুই কক্ষবিশিষ্ট ওয়াশরুম	-	-	১	-
রিং, কালভার্ট	-	-	২৫	৪
ড্রেন নির্মান	১	-	৪	-
কবর স্থানের সাইড ওয়াল	-	-	১	-
রাস্তার পার্শ্বে সাইড ওয়াল	-	-	১	-
পুকুর পাড়ের সাইড ওয়াল	-	-	১	-
ভার্মি কম্পোস্ট	-	-	৫৩	১০
ভিক্ষুক পুনর্বাসন	-	-	১০	৬
সবজি বীজ বিতরন	৯	-	১০২০	-
বাসক কাটিং	-	-	৩৩৯৩৮	-
গাছের চারা বিতরন	-	-	৭৯৩০	৭৬৮৫
বায়োগ্যাস	-	-	৫	২
সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘর	-	-	৫	৯
চলমান শিক্ষা কেন্দ্র	৪০	৩৫	৪০	৩৫
ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (বর্তমান)	১২০০	৯৫৮	১২০০	৯৫৮

মেখল ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়

বয়স্কভাতা ও ফিজিওথেরাপি সেবা প্রদান

পিকেএসএফ এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় মেখল ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে গত তিনমাসে একশ পচাঁত্তর জন প্রবীণকে ছয়শত টাকা হারে মোট তিন লক্ষ পনের হাজার টাকা বয়স্কভাতা ও ৩জন অস্বচ্ছল প্রবীণকে চার হাজার টাকা হারে মোট বার হাজার টাকা এবং ৯ জন মৃত ব্যক্তির সৎকার বাবদ দুই হাজার টাকা হারে মোট আঠার হাজার টাকা প্রদান করা হয়। এছাড়া এই কর্মসূচির আওতায় অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা ২৭জন প্রবীণকে ফিজিওথেরাপী সেবা প্রদান করা হয়। তাছাড়া নিয়মিত প্রবীণ গ্রাম, ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেখল ইউনিয়নে শীতবস্ত্র ও বয়স্কভাতা বিতরণ

পারিবারিক মূল্যবোধ ও বন্ধনই প্রবীণদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারে। গত ১১ ডিসেম্বর পিকেএসএফ এর সহযোগীতায় ঘাসফুল কর্তৃক মেখল ইউনিয়নে বাস্তবায়নাধীন প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রকল্প কার্যালয় প্রাঙ্গণে শীতবস্ত্র, বয়স্কভাতা ও অস্বচ্ছল প্রবীণদের ভাতা প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তারা এ কথা বলেন। ঘাসফুল এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাটহাজারী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মোঃ নিয়াজ মোর্শেদ, মেখল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ সালাউদ্দিন চৌধুরী, হাটহাজারী প্রেস ক্লাব সভাপতি কেশব কুমার বড়ুয়া, ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অর্ন্তভূক্তিকরণ বিভাগের উপ-পরিচালক আবেদা বেগম। অনুষ্ঠানে মেখল ইউনিয়নের ৫০ জন প্রবীণকে কম্বল, ৫০ জন প্রবীণকে চাদর, ১০০ জন প্রবীণকে বয়স্কভাতা ও এক জন অস্বচ্ছল প্রবীণকে অস্বচ্ছল প্রবীণ ভাতা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মেখল ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন, বিশিষ্ট সমাজসেবক আলহাজ্ব এস.এম রফিক হাসান। অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ ওসমান, মোঃ আনিছ, সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তা ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সমৃদ্ধি কর্মসূচি এর সমন্বয়কারী মোঃ নাছির উদ্দিন।

গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে

"সামাজিক উন্নয়ন ও দায়বদ্ধতা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

পিকেএসএফ এর সহায়তায় ঘাসফুল এর উদ্যোগে গত ১৭-১৮ অক্টোবর হাটহাজারী গুমান মর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে 'সামাজিক উন্নয়ন ও দায়বদ্ধতা' শীর্ষক এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমদিন ১৭ অক্টোবর প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন গুমান মর্দ্দন ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ মুজিবুর রহমান। দুই দিনের এই প্রশিক্ষণে ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পিকেএসএফ মনোনীত প্রশিক্ষক মোশফেক আরা শিমুল। উল্লেখ্য এধরণের প্রশিক্ষণ পিকেএসএফ এর সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এন্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিটের পক্ষ হতে সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন ইউনিয়ন সমূহে সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনার অংশ হিসেবে আয়োজন করা হয়ে থাকে। ঘাসফুল আয়োজিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নের স্থানীয় স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষক, মসজিদের ইমাম, বিহার ও মন্দির প্রতিনিধি, সমৃদ্ধি ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি, প্রবীণ ইউনিয়ন কমিটি ও যুব কমিটির সদস্যবৃন্দ, ইউপি পুরুষ ও মহিলা সদস্য, পাড়ার সর্দার এবং ইউনিয়নের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ সমাজের বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণির মোট ৭২জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে।

মেখল ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে

বধিরতা যাচাই ও সঠিক পরামর্শ

বিষয়ক বিশেষ স্বাস্থ্যক্যাম্প

মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সমৃদ্ধিভূক্ত ইউনিয়নে মানবদেহের সকল প্রকার রোগ নিরাময় এর অংশ হিসেবে পিকেএসএফ এর সহযোগীতায় ঘাসফুলের উদ্যোগে ১০ নভেম্বর উত্তর মেখল সমৃদ্ধি কেন্দ্র ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গনে বধিরতা যাচাই ও সঠিক পরামর্শ বিষয়ক দু'টি আলাদা বিশেষ স্বাস্থ্যক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ কর্তৃক মনোনীত ঢাকা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ ডা. মোঃ মজিবুর রহমান মিয়াজীর নেতৃত্বে একটি চিকিৎসক দল মেখল ইউনিয়নে ১৬০ জন ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে ৮৩ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। ক্যাম্পে সীমিতকারে প্রয়োজনীয় ঔষধও বিতরণ করা হয়। বধিরতা যাচাই ও সঠিক পরামর্শ বিষয়ক বিশেষ স্বাস্থ্যক্যাম্প উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অর্ন্তভূক্তিকরণ বিভাগের উপ-পরিচালক আবেদা বেগম এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ এর মহা-ব্যবস্থাপক ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির টীম লিডার মোঃ মশিয়ার রহমান। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ এর প্রোগ্রাম ডেভেলোপমেন্ট অফিসার মোঃ গোলাম রাব্বানী। গুমান মর্দ্দন স্বাস্থ্যক্যাম্পে গুমান মর্দ্দন ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ মুজিবুর রহমান, মেখল ইউনিয়নের স্বাস্থ্যক্যাম্পে ইউপি প্যানেল চেয়ারম্যান মোঃ জসিম উদ্দিন, ইউপি সদস্য মোঃ কাইয়ুম, উত্তর মেখল বায়তুল লেক্বা জামে মসজিদ কমিটির সাধারন সম্পাদক সৈয়দ মুহাম্মদ যুননুরাইন, বিশিষ্ট সমাজসেবক এস.এম রফিক হাসান। সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোঃ নাছির উদ্দিন, মোহাম্মদ আরিফ, অন্যান্য কর্মকর্তা, মাঠকর্মী ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও গত ৬ নভেম্বর মেখল ইউনিয়নের উত্তর মেখল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেডিসিন, যৌন ও চর্ম এবং ডায়বেটিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা চট্টগ্রাম লায়ন্স হসপিটাল এর মেডিকেল টিম কর্তৃক চক্ষু চিকিৎসা, ঔষুধ বিতরনের মধ্যদিয়ে দিনব্যাপী এক স্বাস্থ্য ও চক্ষুক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এতে মেখল ইউনিয়নের ৪৫৫জন রোগী স্বাস্থ্য ও চক্ষুসেবা গ্রহণ করে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় গাইড ওয়াল নির্মাণ

পিকেএসএফ এর সহায়তায় মেখল ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডস্থ বায়তুল লেক্বা জামে মসজিদের পূর্ব পার্শ্বে আল্লামা সৈয়দ দোস্ত মুহাম্মদ (রহঃ) সড়কের ভাঙ্গা অংশে গাইড ওয়াল নির্মান সম্পন্ন হয়। ৬৫ ফুট দীর্ঘ ও ১০ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন গাইড ওয়াল নির্মানে সর্বমোট ২০০,০০০/- ব্যয় হয়েছে। গাইডওয়াল নির্মাণের ফলে রাস্তা ভাঙ্গন রোধসহ এলাকাবাসী উপকৃত হবে।

গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে

যুব ও প্রবীণ ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে তাল গাছের চারা রোপন

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে গত ২৭ নভেম্বর যুব ও প্রবীণ ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে ১৩০টি তালগাছের চারা রোপন করা হয়। কর্মসূচির উদ্বোধন করেন গুমান মর্দ্দন ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ মজিবুর রহমান। উদ্বোধনকালে তিনি বলেন, এ মহতি উদ্যোগ সকল এলাকায় নেওয়া উচিত। তালগাছ একদিকে আমাদের বজ্রপাত থেকে যেমন রক্ষা করবে, আবার ফল খেয়ে পুষ্টির চাহিদাও যোগান দিবে। গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নের প্রবীণ ও যুব কমিটির সদস্য এবং সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মীরা চারা রোপনে অংশগ্রহণ করে।

গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে স্বাস্থ্যক্যাম্প, বিশেষ সঞ্চয়ের চেক প্রদান, চাদর, কম্বল ও বয়স্ক ভাতা বিতরণ

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল এর বাস্তবায়নে গত ২৪ ডিসেম্বর গুমান মর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে সমৃদ্ধি ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্যক্যাম্প, বিশেষ সঞ্চয়ের চেক প্রদান, বিশেষ সহায়তা ও বয়স্ক ভাতা প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী পর্বে বক্তব্য রাখেন গুমান মর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ মুজিবুর রহমান, হাটহাজারী প্রেস ক্লাব সভাপতি কেশব কুমার বড়ুয়া, ঘাসফুলের সহকারী ব্যবস্থাপক মোঃ নাজিম উদ্দিন, মেখল সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী মোঃ নাছির উদ্দিন, সমাজসেবক সুলতানুল আলম চৌধুরী, মাস্টার মূসা, প্রবীণ ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি এস এম সরোয়ার, সাধারণ সম্পাদক মাস্টার শফিউল আলম, ইউপি মেম্বার বিন্দু ভূষণ বড়ুয়া, আবদুর জাব্বার, দিদারুল আলম, শফিউল আলম, মোঃ শাহজাহান চৌধুরী, মহিলা মেম্বার আয়শা আমেনা, লাকি আকতার ও সাথী বড়ুয়া। স্বাস্থ্যক্যাম্পে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এর মেডিসিন ও হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কাজী শামীম আল মামুন ও হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার উম্মে কুলসুম খাদিজা পারভিন আগত রোগীদের চিকিৎসাসেবা প্রদান করেন। স্বাস্থ্যক্যাম্পে মোট ২৫১ জন রোগী স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করে। এছাড়া প্রবীণ কর্মসূচির আওতায় বিশেষ সহায়তার ৫০ জন প্রবীণ চাদর, ৫০ জন প্রবীণ কম্বল এবং ১০০ জন প্রবীণ বয়স্ক ভাতা গ্রহণ করেন। একই সাথে বিশেষ সঞ্চয়ীর চেক গ্রহণ করেন অতি দরিদ্র পরিবারের মহিলা প্রধান জুলেখা আকতার, জেসমিন আকতার, নুরজাহান আকতার ও নাছিমা আকতার। সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ এই আয়োজনে সহযোগিতা করায় পিকেএসএফ, গুমান মর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদ, ডাক্তার এবং আগত সকল অতিথি ও সেবাগ্রহীতাদের ধন্যবাদ জানান।

মেখল ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়ন

মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সচেতনতামূলক

প্রশিক্ষণ কর্মশালা সম্পন্ন

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুলের আয়োজনে গত ১২ নভেম্বর হাটহাজারী উপজেলার মেখল ইউনিয়নের মেখল আর্দশ উচ্চ বিদ্যালয় ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে নারীর ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যক্রমের আওতায় "মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক দুইটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন পিকেএসএফ এর মহাব্যবস্থাপক ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির টিম লিডার মোঃ মশিয়ার রহমান, স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অর্ন্তভূক্তিকরণ বিভাগের সহকারী পরিচালক মোঃ তাজুল ইসলাম খান। এতে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন মেখল আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দিপু কুমার চক্রবর্তী, গুমান মর্দ্দন ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ মুজিবুর রহমান। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে মূল ধারণা উপস্থাপন করেন সখী প্যাড প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ইকো ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড এর কর্ণধার ও প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী মোঃ আরিফুল ফোরকান। এ সময় তিনি বলেন, নারীদের জন্য এই মহতি উদ্যোগের মাধ্যমে তারা দশলক্ষ পরিবারের নারী সদস্যদের কাছে "মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা" বিষয়ে সচেতনতা তৈরী ও সুলভমূল্যে উন্নতমানের মাসিক ব্যবস্থাপনা পণ্য পৌঁছে দিতে চান। প্রশিক্ষণে আরো উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ এর প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিসার মোঃ গোলাম রাব্বানী, মেখল ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বকারী মোঃ নাছির উদ্দিন ও মোহাম্মদ আরিফ। প্রশিক্ষণে মেখল ইউনিয়নের প্রশিক্ষণ সভায় ১৫০ জন কিশোরী ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নের প্রশিক্ষণ সভায় ১৪১জন কিশোরী এবং সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে কর্মরত নারী কর্মীগণ অংশগ্রহণ করে।

'বাল্যবিবাহ ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে করণীয়' শীর্ষক প্রশিক্ষণ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির গুমান মর্দ্দন ও মেখল ইউনিয়নে সোশ্যাল এডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিটের আওতায় "বাল্যবিবাহ ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে করণীয়" শীর্ষক প্রশিক্ষণ গত ১১ ডিসেম্বর পেশকারহাট বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয় ও ১২ ডিসেম্বর পেশকারহাট ইসলামিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসার অডিটরিয়াম এবং ১৩ ডিসেম্বর মেখল ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে ৩টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ৩৬জন শিক্ষক এবং মেখল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ও ইউনিয়ন পরিষদের নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের সদস্যসহ ২০ জন জনপ্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন তানভিয়া রোজলীন সুলতানা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পেশকারহাট বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয় এর প্রতিষ্ঠাতা জহির উদ্দিন খাঁন ও প্রধান শিক্ষক মো: সুজা উদ্দিন এবং গুমান মর্দ্দন পেশকারহাট ইসলামিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসার সাবেক সভাপতি মাস্টার মো: ফরিদ, মাদ্রাসা সুপার মীর মো: নুরুল আমীন, মেখল ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ সালাহউদ্দিন চৌধুরী ও ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অর্ন্তভূক্তিকরণ বিভাগের উপ পরিচালক আবেদা বেগম প্রমুখ।

মেখল ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় মেখল ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ গ্রহণকারী সদস্যদের গত তিন মাসে মাচায় ছাগল পালন, গরু মোটা তাজাকরণ, আধুনিক পদ্ধতিতে গাভী পালন, ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন কৌশল ও ব্যবহার, মাশরুম ও সবজি চাষ, হাঁস-মুরগী ও টার্কি পালন ইত্যাদি বিষয়ে মোট ১৪টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণগুলো পরিচালনা করেন হাটহাজারী উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা. আইয়ুব মিয়া, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শেখ আব্দুল্লাহ ও উপজেলা প্রাণি সম্পদ কার্যালয়ের কৃত্রিম প্রজনন টেকনিশিয়ান মো. ওমর ফারুক চৌধুরী প্রমুখ।

গত তিন মাসে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের নাম, স্থান ও সময়

প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের স্থান ও সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন	সমৃদ্ধি কর্মসূচি কার্যালয়, মেখল, ১৪-১৫ নভেম্বর	২৫ জন
গরু মোটাতাজাকরন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	সমৃদ্ধি কর্মসূচি কার্যালয়, মেখল ২৬-২৮ নভেম্বর	২৫ জন
আধুনিক প্রযুক্তিতে গাভী পালন	সমৃদ্ধি কর্মসূচি কার্যালয়, মেখল ০৪-০৬ ডিসেম্বর	২৫ জন
হাঁস মুরগি পালন	সমৃদ্ধি কর্মসূচি কার্যালয়, মেখল ১০ ডিসেম্বর	২৫ জন
হাঁস-মুরগী ও, টার্কি পালন	৪, ৩, ১, ৮, ৭নং সমৃদ্ধি কেন্দ্রঘর, গুমান মর্দ্দন ১১,২২,২৯ অক্টোবর, ১৮ নভেম্বর, ০২ ডিসেম্বর	১২৫ জন
আধুনিক প্রযুক্তিতে, গাভী পালন, মাশরুম ও সবজি চাষ এবং ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন কৌশল ও ব্যবহার	৪, ৭ নং সমৃদ্ধি কেন্দ্রঘর ১৩-১৫ অক্টোবর, ৫ ডিসেম্বর	৫০ জন
আধুনিক প্রযুক্তিতে, গাভী পালন এবং ভার্মি কম্পোস্ট সার উৎপাদন, কৌশল ও ব্যবহার	৩, ১, ৮ নং সমৃদ্ধি কেন্দ্রঘর ২০-২১,৩০-৩১ অক্টো: ১৯-২০ নভে:	৭৫ জন

পিকেএসএফ প্রতিনিধি দল এর
PACE প্রকল্প পরিদর্শন

২০-২৬ নভেম্বর পিকেএসএফ এর একটি প্রতিনিধি দল হাটহাজারীতে পিকেএসএফ এর অর্থায়নে উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন PACE (VCD & Technology) প্রকল্প পরিদর্শন করেন। উক্ত পরিদর্শনদলে ছিলেন পিকেএসএফ এর মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও প্রকল্প সমন্বয়কারী ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম, প্রকল্প ব্যবস্থাপক (PACE) এরফান আলী, প্রকল্প উপ-ব্যবস্থাপক (PACE) মজনু সরকার। পরিদর্শনকালে তারা উত্তর মেখল, মির্জাপুর এলাকায় মাঠ পর্যায়ের বেশ কিছু চাষাবাদ প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন এবং স্থানীয় উদ্যোক্তা/ কৃষকদের সাথে কথা বলেন। এছাড়াও প্রতিনিধি দলটি ঘাসফুল আয়োজিত উচ্চমূল্যের ফল/ফসল পরিচর্যা, ফল আহরণ ও প্যাকেটজাতকরণ বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং প্রাথমিক নির্বাচিত সম্ভাব্য হাটহাজারীর লাল মিস্টি মরিচের প্রসেসিং ও ব্রান্ডিং সেন্টার পর্যবেক্ষণ করেন। এসময় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কে প্রতিনিধিদলকে অবহিত করেন ঘাসফুল এর সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী।

PACE প্রকল্পের সমন্বয় সভা ও ফলের বাগান পরিদর্শন

ঘাসফুল হাটহাজারী সদর শাখা কার্যালয়ে গত ০৮ অক্টোবর PACE প্রকল্পের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অর্ন্তভূক্তিকরণ বিভাগের প্রধান সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল, ব্যবস্থাপক (কৃষি) মোঃ সেলিম, হাটহাজারী জোন এর প্রধান মোঃ নাজিম উদ্দিন, সমৃদ্ধি কর্মসূচি এর সমন্বয়কারী মোঃ নাছির উদ্দিন এবং সংস্থার প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক সৈয়দ মামুনূর রশীদ ও PACE প্রকল্পের সমন্বয়কারীসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। সমন্বয় সভা শেষে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সকলকে নিয়ে PACE প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়নাধীন ড্রাগন ফল, উচ্চ ফলনশীল খেজুর ও নারিকেল গাছের বাগান পরিদর্শন করেন।

PACE Value Chain & Technology Project
এর আওতায় প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী এবং কৃষকদের মাঝে সার বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন

পিকেএসএফ এর সহায়তায় চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন মিষ্টি মরিচ, নিরাপদ সবজি ও মসলা জাতীয় ফসলের বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষকের আয়বৃদ্ধিকরণ (PACE Value Chain Project) প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। গত তিন মাসে চব্বিশটি প্রশিক্ষণ, ভাসমান সবজি প্লট প্রদর্শনী একটি, ভার্মি কম্পোস্ট প্রদর্শনী একটি, বিলবোর্ড স্থাপন একটি, ভার্মি কম্পোষ্ট প্রদর্শনী প্লট দুটি, মিষ্টি মরিচের বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী পনেরটি, পাঁচটি নিরাপদ সবজি প্রদশনী প্লট স্থাপন সম্পন্ন করা হয়। ডিসেম্বর মাসে PACE প্রকল্পের ৯জন কর্মকর্তা বৈঠাকাটা, নাজিরপুর, পিরোজপুর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তারা ভাসমান চাষাবাদ পদ্ধতির উপর দুই সংস্থার মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। এছাড়াও উদ্যোক্তা পর্যায়ে উচ্চমূল্যের ফল ও ফসল চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারন প্রকল্পের আওতায় একটি প্রশিক্ষণ, ১১৯ জন কৃষকের মাঝে সার ও কীটনাশক বিতরণ, ছয়টি ভার্মি কম্পোষ্ট প্রদর্শনী প্লট স্থাপন এবং ছাব্বিশটি সাইন বোর্ড বিতরণ করা হয়।

প্রশিক্ষণের নাম, স্থান ও সময়

প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের স্থান	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
গোল মরিচ চাষীদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক	মিতালী কার্যালয়, সরকারহাট বাজার	২৯ অক্টোবর	পুরুষ - ২০ জন মোট - ২০ জন
আধুনিক পদ্ধতিতে উচ্চ মূল্যের সবজি মরিচ চাষ ও নেতৃত্ব বিষয়ক কৃষক দলনেতাদের প্রশিক্ষণ	মেখল শাখা অফিস, হাটহাজারী	৩০-৩১ অক্টোবর	পুরুষ - ১৬ জন মহিলা - ৯ জন মোট - ২৫ জন
আধুনিক পদ্ধতিতে উচ্চ মূল্যের সবজি ও মরিচ চাষ বিষয়ক	মেখল, উত্তর মেখল, পশ্চিম মেখল, মোজাফফপুর, মেখল, গুমানমর্দ্দন ও চারিয়া	৭,১২,১৫,১৭,২৮, ২৯ নভেম্বর ১,৩,৬,৮,৯,১৮,২০ ২৩ ডিসেম্বর	পুরুষ- ২৭০জন মহিলা-২৫৮ জন মোট- ৫২৮ জন
ফল/ফসল গাছের পরিচর্যা, ফল আহরণ এবং প্যাকেটজাতকরণ বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন	মেখল শাখা অফিস, হাটহাজারী	২৪ নভেম্বর	পুরুষ - ২৪ জন মহিলা - ১ জন মোট - ২৫ জন

কৃষি ও ফলদ মেলায় ঘাসফুলের অংশগ্রহণ

গত ০৯-১৩ অক্টোবর হাটহাজারী উপজেলা পরিষদ চত্বরে হাটহাজারী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আয়োজিত পাঁচদিন ব্যাপি এক কৃষি ও ফলদ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ০৯ অক্টোবর সকাল ১০টায় হাটহাজারী উপজেলা পরিষদ চত্বরে মেলার উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন শেষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: রুহুল আমিন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাটহাজারী উপজেলা চেয়ারম্যান মাহাবুবুল আলম চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শেখ আবদুল্লাহ ওয়াহেদ। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। মেলায় ঘাসফুল অংশগ্রহণ করে এবং স্টলের মাধ্যমে আগত অতিথিদের মাঝে সংস্থার কৃষি বিষয়ক কার্যক্রম তুলে ধরে। এ সময় হাটহাজারী জোন ও PACE প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নত চক্ষুসেবায়

ঘাসফুল ভিশন সেন্টার

ঘাসফুল ভিশন সেন্টার ২০১২ সাল থেকে নওগাঁ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় উন্নত চক্ষুসেবা প্রদান করে আসছে। ইস্পাহানী ইসলামিয়া আই ইনিস্টিটিউট এন্ড হসপিটালের সহযোগিতায়। গত তিনমাসে ঘাসফুল ভিশন সেন্টারের উদ্যোগে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর ও সাপাহার উপজেলায় মোট পাঁচটি আইক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

এক নজরে আইক্যাম্পে সেবাগ্রহণকারীর সংখ্যা

কর্মএলাকা	মোট ক্যাম্প	আউটডোর রোগীর সংখ্যা	অপারেশন যোগ্য চিহ্নিত রোগীর সংখ্যা	অপারেশন সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা
নিয়ামতপুর	২	২৪২	৩৫	৩১
সাপাহার	৩	২৩১	৬৩	৪৩
মোট	৫	৪৭৩	৯৮	৭৪
ক্রমপুঞ্জিভূত	১৬২	২০৩৮৭	৩৭১৪	২১৫০

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসিই) পরীক্ষায়

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের সাফল্য

২০১৮ সালে অনুষ্ঠিতব্য প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসিই) পরীক্ষায় ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের উনিশ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে এবং ১০০% কৃতিত্বের সাথে পাস করে। ঘাসফুলের পক্ষ থেকে কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি রইলো আন্তরিক অভিনন্দন।

ঘাসফুল ঋণ ঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী পরিশোধ

গত তিন মাসে ৭২ জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন। বীমা দাবী বাবদ পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ১৬৯১৬২৯-/-(ষোল লক্ষ একানব্বই হাজার ছয়শত উনত্রিশ) টাকা। মৃত উপকারভোগী সদস্যদের নমিনীদের সঞ্চয় ফেরত প্রদান করা হয় ৫৬৬৫৫৫/- (পাঁচ লক্ষ ছেষট্টি হাজার পাঁচশত পঞ্চান্ন) টাকা। এছাড়া দাফন কাফন বাবদ প্রদান করা হয় ৩৬০০০০/- (তিন লক্ষ ষাট হাজার) টাকা।

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণ কার্যক্রম

(৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত)

সমিতির সংখ্যা	৪৪৩৫
সদস্য সংখ্যা	৭০৮৪৫
সঞ্চয় স্থিতি	৫১৪৬০৭১৭২
ঋণ গ্রহীতা	৫৩৯৮২
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরন	১৩১২৯২৬৯৭০০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায়	১২১০৬৩৯৬৮৩৫
ঋণ স্থিতির পরিমান	১০২২৮৭২৮৬৪
বকেয়া	৪১০৩০৪২৪
শাখার সংখ্যা	৫০

ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম

তিন মাসের নিয়মিত কার্যক্রমসমূহ

সেবার নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা
ক্লিনিক্যাল সেবা	৯২৬ জন
টিকাদান কর্মসূচি	৩৮৫ জন
পরিবার পরিকল্পনা	১৮৪৬ জন
নিরাপদ প্রসব	৬৫ জন
গার্মেন্টস স্বাস্থ্যসেবা	৫১৩৯ জন
হেলথ কার্ড	৩৭৮ জন

দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায়

চট্টগ্রাম সমাজসেবা অধিদপ্তরের ঘাসফুল পরিদর্শন

সমাজসেবা অধিদপ্তর চট্টগ্রাম বিভাগের ১১টি জেলার ৩৫টি কার্যালয়ের ইউনিয়ন/পৌরসভা সমাজকর্মীদের "দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে গত ৪ নভেম্বর প্রশিক্ষনার্থীরা উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল পরিদর্শন করেন। প্রশিক্ষণার্থী দলের সাথে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবা অধিদপ্তরের আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম এর অধ্যক্ষ (সহকারী পরিচালক) কামরুল পাশা ভুঁইয়া। পরিদর্শনদলকে অভ্যর্থনা জানাতে ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে এক স্বাগত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ঘাসফুল'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন সংস্থাসমূহ সরকারের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের শুভকামনা জানিয়ে বলেন, আশা করছি আপনারা এধরণের দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণকে কাজে লাগিয়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অনেকদূর এগিয়ে যাবেন। সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের উপ-পরিচালক মফিজুর রহমান, ক্ষুদ্রঋণ ও আর্থিক অর্ন্তভূক্তিকরণ বিভাগের উপ-পরিচালক লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

ঘাসফুল শিশু শিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শনে উপানুষ্ঠানিক

শিক্ষা ব্যুরোর সহকারী পরিচালক

ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের টাইগার পাস কলোনী আশার আলো শিশু শিক্ষণ কেন্দ্রে গত ১৮ নভেম্বর দ্বিতীয়শ্রেণির শিক্ষকদের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় পরিদর্শন করেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো চট্টগ্রামের সহকারী পরিচালক মোঃ জুলফিকার আমিন। পরিদর্শনকালে তিনি বলেন, নগরীতে ঝরেপড়া ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদেরকে শিক্ষার মূলধারার সাথে যুক্ত করার কাজ করছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ। ঝরেপড়া ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অভিভাবকদের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। ঝরেপড়া শিশুদের উন্নয়নে সবাইকে কাজ করতে হবে এটাকে সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে নিতে হবে। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন- ঘাসফুলের উপ-পরিচালক (মানবসম্পদ ও প্রশাসন) মফিজুর রহমান, ব্র্যাকের প্রতিনিধি জানে আলম, ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের ম্যানেজার সিরাজুল ইসলাম ও জোবায়দুর রশীদসহ প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ।

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংস্থার কর্মীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ। গত তিনমাসে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এরই ধারাবাহিকতায় নওগাঁ জোনে ২৪-২৫ ও ২৮-২৯ অক্টোবর চার দিনব্যাপী 'সাংগঠনিক পরিচিতি এবং ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা', ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৩০ নভেম্বর ও ১ ডিসেম্বর 'Swosti Software Management', ৬ ডিসেম্বর 'Effective Micro Finance Management & Organaizational Identity', ১৮ডিসেম্বর 'Accounts Keeping of Microfinance Program' শীর্ষক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। প্রশিক্ষণ গুলো উদ্বোধন করেন ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী। এ সময় তিনি বলেন, প্রশিক্ষণগুলো আপনাদের কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে এবং আরো নিখুঁত ও মানসম্পন্নভাবে কাজ করতে সহায়তা করবে। উক্ত প্রশিক্ষণ গুলোতে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগের উপ-পরিচালক মফিজুর রহমান, ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অর্ন্তভূক্তকরণ কার্যক্রম বিভাগের উপ-পরিচালক সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী, আর্থিক ও হিসাব বিভাগের উপ-পরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী, ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অর্ন্তভূক্তকরণ কার্যক্রম বিভাগ নওগাঁ জোনের সহকারী পরিচালক শামসুল হক, সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম খান, ব্যবস্থাপক সাইদুর রহমান খান, মানব সম্পদ ও প্রশিক্ষণ বিভাগের সহকারী পরিচালক খালেদা আক্তার, সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী মোঃ নাছির উদ্দিন, Swosti'র সিনিয়র প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর তামান্না হাসান ও প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর অন্তর মানকিন ও এবং শাখা ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

গত তিন মাসের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি:

নাম ও পদবী	সময়কাল	বিষয়	আয়োজক
খালেদা আক্তার, সহকারী পরিচালক	৭-১১ অক্টো:	Training of Trainers	পিকেএসএফ
ইফফাত আরা নিশাত, মোজাম্মেল হক, সহকারী কর্মকর্তা	৭-১১ অক্টো:	Internal Audit for Operation of NGO-MFIs	পিকেএসএফ
মো: আনোয়ার হোসেন, সহকারী কর্মকর্তা	২২-২৫ অক্টো:	Accounts & Financial, Management	পিকেএসএফ
মো: জহিরউদ্দিন সহকারী ব্যবস্থাপক	২৫-২৬ নভে:	Effective Communication in Workplace	সিডিএফ
টিপু দাশ, জুনিয়র অফিসার	৯-১২ ডিসে:	Accounts & Financial Management	পিকেএসএফ
আনোয়ার হোসেন, নুরুজ্জামান	৯-১২ ডিসে:	Monitoring & Evaluation	পিকেএসএফ

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক
ঘাসফুল বার্তা
প্রকাশনার ১৭ বছর

জেগেছে যুব গড়বে দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ

হাটহাজারীতে জাতীয় যুব দিবস উদ্‌যাপন

চট্টগ্রাম হাটহাজারীতে পিকেএসএফ এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচির 'উন্নয়নে যুব সমাজ' কার্যক্রমের আওতায় ১ নভেম্বর মেখল ইউনিয়নের ইছাপুর ফয়জিয়া বাজার ও গুমান মর্দন ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে দু'টি স্থানে আলাদা ভাবে র‍্যালী, মানববন্ধন ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে পালিত হলো জাতীয় যুব দিবস। এবারের যুব দিবস এর প্রতিপাদ্য ছিল "জেগেছে যুব গড়বে দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ"। দুটি আলাদা আয়োজনে আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, যুব সমাজের আত্ম-উপলব্ধি, নেতৃত্ব বিকাশ, আত্মকর্মসংস্থান, আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে মাদক, সন্ত্রাস, ইভটিজিং, বাল্যবিবাহ, প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে সরকারের পাশাপাশি কাজ করছে ঘাসফুল। মেখল ইউনিয়নের প্রায় দুই'শ যুব নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণে র‍্যালী ও মানববন্ধন শেষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোঃ নাছির উদ্দিন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধানঅতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেখল ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান মোঃ জসিম উদ্দিন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক সৈয়দ মোঃ মাহফুজুর রহমান, মেখল ইউপি ১নং ওয়ার্ডের সদস্য মোঃ আব্দুস শুক্কুর, ৩নং ওয়ার্ডের । বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে মানববন্ধন, মেখল ইউনিয়ন

জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে র‍্যালি, গুমান মর্দন ইউনিয়ন

ঘাসফুলের বিশ্ব শিশু দিবস পালন

প্রান্তিক জনগোষ্ঠির উন্নয়ন এবং শিশু অধিকার সুরক্ষায় সবাইকে কাজ করে যেতে হবে

ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতা শামসুন্নাহার রহমান পরাণ পূর্ব মাদারবাড়ি সেবক কলোনীর নারী ও শিশুদের নিয়ে কাজ শুরু করেন ১৯৯৩ সালে। তার বদৌলতে আজকে এ হরিজন সম্প্রদায়ের সন্তানেরা শিক্ষার মুখ দেখতে শুরু করেছে। এধরণের প্রান্তিক জনগোষ্ঠির উন্নয়ন এবং শিশু অধিকার সুরক্ষায় সবাইকে কাজ করতে হবে। এক সময় শহরে প্রান্তিক বা দলিত শ্রেণির শিশুরা লেখাপড়ার সুযোগ পেতো না, বর্তমান সরকার সকলের জন্য লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। শিশু অধিকার সপ্তাহ, বিশ্ব শিশু দিবস ও জাতীয় কন্যাশিশু দিবস ২০১৮ উপলক্ষে গত ৮ অক্টোবর চট্টগ্রাম নগরীর পূর্ব মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রে 'আমার কথা শোন' শিরোনামে আলোচনাসভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, চট্টগ্রাম এর সমন্বয়ে ঘাসফুল এই আলোচনা সভার আয়োজন করে। । বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ সদস্য

পারভীন মাহমুদ ইউসেপ বাংলাদেশের চেয়ারপারসন নির্বাচিত

বেসরকারি সংস্থা ইউসেপ বাংলাদেশের ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা গত ০৮ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ইউসেপ বাংলাদেশের ২০১৯-২০ মেয়াদের জন্য পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারপারসন হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন পারভীন মাহমুদ এফসিএ। ইউসেপ বাংলাদেশের পরিচালনা পর্ষদের বর্তমান চেয়ারপারসন এ কিউ সিদ্দিকের সভাপতিত্বে সাধারণ সভায় চাকলাদার মনসুরুল আলম এফসিএ, অধ্যাপক এম হাফিজুল ইসলাম, মোসলেহ উদ্দীন আহমেদ, ড. রুবানা আহমেদ ও উজমা চৌধুরী ২০১৯-২০ মেয়াদের জন্য ইউসেপ বাংলাদেশের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য নির্বাচিত হন। সভায় ইউসেপ বাংলাদেশের অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য, নির্বাহী পরিচালক তাহসিনাহ আহমেদ, পরিচালকসহ প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও তিনি গত ২৪ নভেম্বর স্বাধীন পরিচালক হিসেবে অ্যাপেক্স ফুটওয়্যারের পরিচালনা পর্ষদে যোগ দিয়েছেন। ঘাসফুল এর পক্ষ থেকে তাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়।

উপদেষ্টা মন্ডলী
ডেইজী মউদুদ
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)
সমিহা সলিম
শাহানা মুহিত
সম্পাদক
আফতাবুর রহমান জাফরী
নির্বাহী সম্পাদক
সৈয়দ মামুনুর রশীদ
সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল
সম্পাদনা সহকারী
জেসমিন আক্তার

"মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায়- প্রবীণদের স্মরণ পরম শ্রদ্ধায়'

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন

প্রবীণ ব্যক্তিরা যাতে সম্মান, মর্যাদা ও তাদের অধিকার নিয়ে পরিবার-সমাজে বসবাস করতে পারেন, সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং তাদের যাতে কেউ অবহেলা বা অসম্মানের চোখে না দেখেন সে বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গুমান মর্দন ইউনিয়নে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। গত ১ অক্টোবর গুমান মর্দন ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ২০১৮ উদযাপন উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রবীণ ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভাপতি এস.এম. সারোয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধানঅতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গুমান মর্দন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান। । বাকী অংশ ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রকাশনা : ঘাসফুল, এমএ মঞ্জুরী, বাড়ী নং-৫/ডি, বাদশামিয়া রোড, আমিরবাগ, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। ফোন : ০৩১-২৮৫৮৬১৩, ২৮৬৮৭৬৮, ফ্যাক্স : ০৩১-২৮৫৮৬২৯, মোবাইল : ০১৭৭৭-৭৮০৭৫৫
ইমেইল :ghashful@ghashful-bd.org, ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org